আমি তো খেলতে রাজি

তোমার তো কথা ছিল দুহাত পকেটে রেখে সটান সাবড়ে নেবে মা কালীর জিভ
ঘরে যারা আছে তারা ঘরের বাইরে যাবে উদোম চাতালে হবে কানু বিনা গীত

আমি কী কোথাও আছি অথবা ছিলাম কোনো ডাংগুলি দলে
লাফানো বলের পেটে সজোরে দাবড়ে দেওয়া ডান্ডার দলে
তারপর মাপজোক কে কাকে ছাড়িয়ে গেছে পেশি কার বলবান বেশি
আমি তো পাইনি কোনো রংদার উপহার নেপো মারে দই যথারীতি

তোমার তো কথা ছিল ফাঁসিয়ে দেবেই ভুঁড়ি লজ্জায় মাথা কেটে কেউ যাবে ঘরে
প্যানপ্যানে নাকি সুর ঝামায় ঘষবে মুখ কত ধানে কত চাল বোঝা যাবে পরে

সুরের খামতি ছিল পাইনি গলায় কাজ হাতে ছিল খঞ্জনি খোল
সুর নয় তাল ভাঁজা সারাটা দুপুর ধরে জোড়া লাশ হাঁকে হরিবোল
যারা ভীম সেজেছিল অর্জুন সেজেছিল হাতে পায়ে ছিল কিছু গতি
আমি তো সাজিনি সঙ করি না পারোয়া কারও যত খুশি করি আত্মরতি

তোমার কথায় নাকি নাচে সাপ নাচে বেজি নাচে আহা টসটসে মেয়ে
অক্ষর ছেঁটে ফেলে শব্দ তন্বী হয় চলে যায় পড়শীর ঘরে

মানে খোঁজে এ জীবন সবাই মানের খোঁজে আমার ছিল না মানেবই
চুমুর গন্ধ শুঁকে বউ চেনা ঠিকঠাক তালি মারে জগাই মাধাই
হাওয়ায় ছড়ায় ভারি বাদের কালো হাত ধূধূ মাঠ বাঁজা মেয়েছেলে
আমি তো খেলতে রাজী খাম খুলে তরোয়াল চাঁদমারি দল্মার কোলে

বাঘছাল তোমার পোষাক

বাঘছাল পরে তুমি দিনে রাতে সেজে আছো বাঘ
নিজের পোষাক তুমি পরনি যে কতদিন
ব্যক্তিগত মেজাজী পোষাক
নতুন বছরে কেনা চুড়িদার পাঞ্জাবী
অথবা পুজোয় পাওয়া টেরিকট হাফশার্ট
স্টোনওয়াশ জীনসের প্যান্ট

কমলালেবুর ক্ষেতে সেই যে সেবার সারারাত
আগুন জ্বালিয়ে আমরা যুবক যুবতী সব
সারা দেহে মেখে উত্তাপ

তুমি শুধু ডোরাকাটা বাঘছাল পরে উজ্জ্বল
এক দুই দিন চার রমণীয় মুদ্রায়
নেচেছিলে প্রিয় বাঘনাচ

নিজের পোষাক তুমি পরনি যে কতদিন
বাঘছাল তোমার পোষাক
বাঘও রমণপ্রিয় বোঝে প্রেম ছলাকলা
থাবায় দেখেছে তার মুখ নির্ঘাৎ

কাজল সেন